(***Global warming**: Bisso usnayon_karon o somadhaner upay*: (essay in Bengali) ekus sotoke bigganer ojosro abiskar ekdike jemon somriddho koreche sovyotake, manuser jibone eneche sachchondyo onnodike bigganer oniyontrito …)

বিশ্ব উষ্ণায়ন - কারণ ও সমাধানের উপায় c10v1

(সিডি২০৬এন্ডি৮)

একুশ শতকে বিজ্ঞানের অজস্র আবিষ্কার একদিকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে সভ্যতাকে , মানুষের জীবনে এনেছে স্বাচ্ছন্দ্য অন্যদিকে বিজ্ঞানের অনিয়ন্ত্রিত প্রয়োগ আর পরিকল্পনাহীন উন্নয়ন মানুষের সভ্যতায় বাঁধা সৃষ্টি করেছে। এর মধ্যে অন্যতম হল বিশ্ব উষ্ণায়ন, অর্থাৎ পৃথিবীর উষ্ণতা বা তাপমাত্রার ক্রমশ বাড়তে থাকার অবস্থা।

বিশ্ব উষ্ণায়ন-এর ইংরাজি প্রতিশব্দ হল " **Global warming**"। ১৮৯৬ সালে নোবেল জয়ী সুইডিশ বিজ্ঞানী আরথেনিয়াস বায়ু মন্ডলে কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বাড়ার সঙ্গে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির সম্ভাবনা বিষয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। কার্বনডাইঅক্সাইড, মিথেন, নাইট্রোজেন অক্সাইড, ক্লোরোফ্লুরোকার্বন, জলীয় বাষ্প ইত্যাদি তাপ ধরে রাখার ক্ষমতা রাখে। বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্যে দায়ী করেছেন এই গ্যাসগুলোকে। এর মধ্যে পৃথিবীর তাপ বৃদ্ধিতে প্রধান ভূমিকা কার্বনডাইঅক্সাইডের। শিল্প বিপ্লবের সাতশো বছর আগে বায়ু মন্ডলে কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণ ছিল ২৪০ পি.পি.এম.। বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা যে ২০৫০ সালে এই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়াবে ৪৫০ পি.পি.এম.।

মানুষের দ্বারা পরিবেশ দূষিত হওয়ার ফলেই পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাঠকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা, অরণ্য ধ্বংস করা - এর ফলে বাতাসে কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন কারখানা থেকে নির্গত হচ্ছে কার্বনডাইঅক্সাইড। একই ভাবে এয়ার-কন্ডিশনার, ফ্রিজ, গ্যাস তেল কয়লার উৎপাদন এবং পরিবহন - পরিবেশে মিথেনের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলছে। এই ভাবেই অনিয়ন্ত্রিত কাজকর্ম পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি করে পরিবেশকে সর্বনাশের দিকে নিয়ে চলেছে।

এর প্রভাবে হিমালয়ের বরফ গলছে এবং সংলগ্ন অঞ্চলে বন্যা দেখা দিচ্ছে। সমুদ্রের জলস্তর ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে উপকূলবর্তী এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল সমুদ্রের তলায় তলিয়ে যেতে পারে। মানুষ তখন বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়বে। খাদ্য ও পানীয় জলের অভাব দেখা দেবে। এর সঙ্গে সঙ্গে জলবায়ুর পরিবর্তন হবে। হয়তো কোথাও গরমকাল বেশিদিন থাকবে আবার কোথাও বা শীতকাল। প্রাকৃতিক বিপর্যয় বাড়বে। এই উষ্ণায়নের প্রভাবে হৃদরোগ, রক্তচাপ এসব বেড়ে যাবে। অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণী চিরতরে পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাবে। দাবানল বৃদ্ধি পাবে। এইভাবে বিশ্ব উষ্ণায়ন আমাদের পরিচিত পৃথিবীকে পালটে দেবে।

মানুষই পরিবেশকে দূষিত করেছে, আবার মানুষই এখন নানা উপায় বার করছে যাতে বিশ্ব উষ্ণায়ন বা **global warming** রোধ করা যায়। মানুষকে সচেতন হতে হবে। প্রকৃতির স্বাভাবিকতা নষ্ট করা যাবে না । মানুষ নানাভাবে চেষ্টা করছে বায়ু, সৌর ও জল এই তিনটি এনার্জিকে কাজে লাগিয়ে জ্বালানি তেল ও কয়লার ব্যবহার কমাতে। অনেক ছোট ছোট উপায়ে নজর রাখলে আমরা ব্যক্তিগতভাবে উষ্ণায়ন কমাতে পারি যেমন অপ্রয়োজনে এ.সি. না চালানো, ঘরের বৈদ্যুতিক আলো-পাখা দরকার না থাকলে বন্ধ করে দেওয়া, সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকার সময় গাড়ির এ.সি. বন্ধ রাখা, গাড়ি থেকে যাতে কালো ধোঁয়া না বার হয় তার দিকে কড়া নজর রাখা। এছাড়াও এক পথের যাত্রীরা 'পুলকার' করে একসঙ্গে যেতে-আসতে পারে। আর সরকারি ভাবে রাস্তার ধারে ধারে বড় পাতাযুক্ত গাছ লাগানো একান্ত প্রয়োজন , গাছ কাটা বন্ধ করা, গাড়ির জোড়-বিজোড় সংখ্যা চালু করা, '**auto emission**' পরীক্ষা ঠিকমত হচ্ছে কিনা সে দিকে কড়া নজর রাখা। এছাড়া গণমাধ্যমের সাহায্যে স্কুল-পড়ুয়া থেকে শুরু করে বয়স্ক মানুষ সবাইকে সচেতন করা।
আমরা আশাবাদী, তাই বিশ্বাস করি যে সবার পারস্পরিক সহযোগিতা পেলে বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধ করা যাবে।

© আরকেড ইনফোটেক ২০১৫